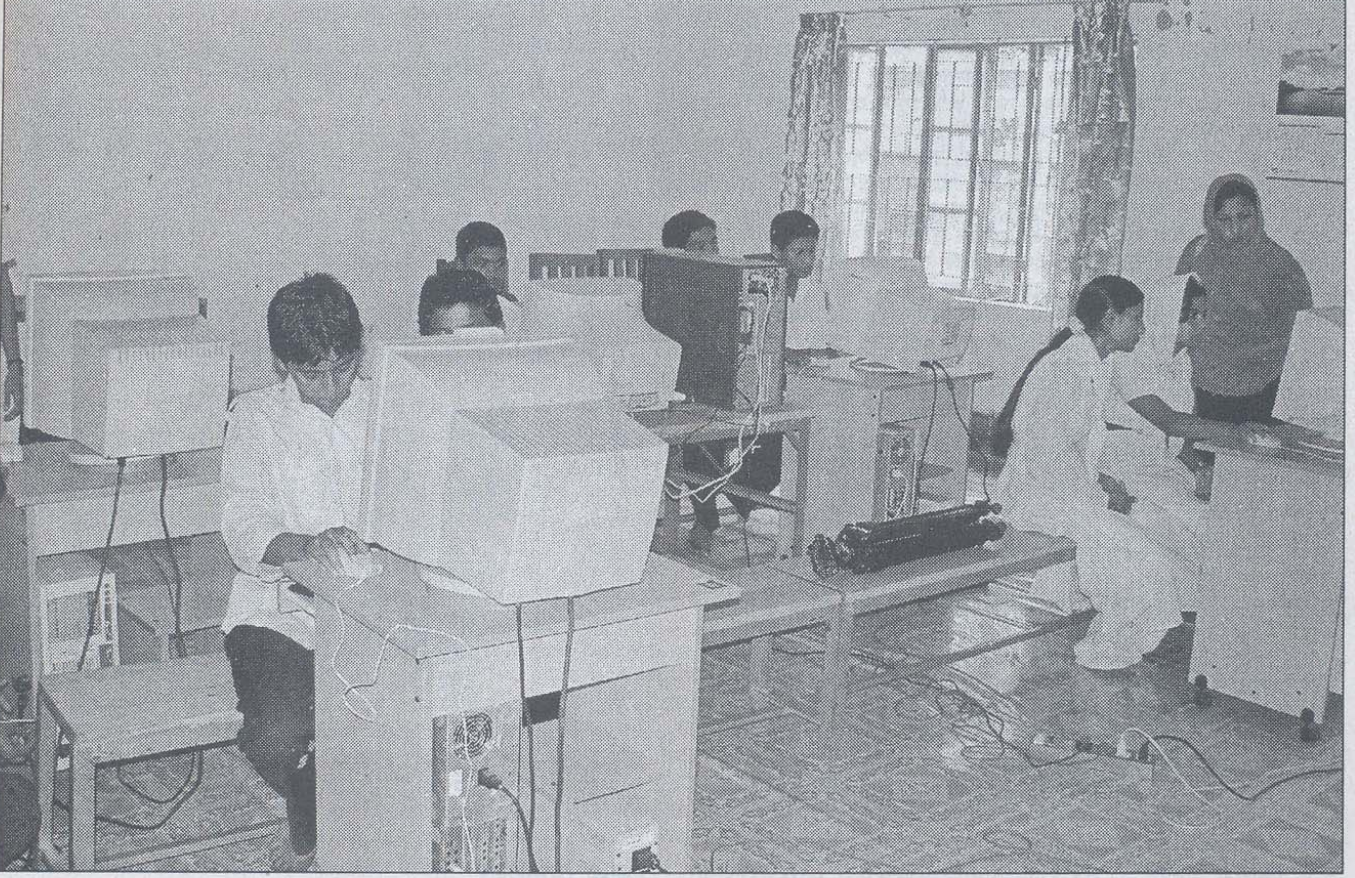


কম্পিউটার সাক্ষরতা

স্বপন কুমার গায়েন



একটি কম্পিউটার ল্যাব

লুনা, মুনা, মেঘনা। বাংলাদেশে জন্ম ওদের। কাছাকাছি বয়স, পড়ে একই ক্লাসে। লুনা নিউইয়র্কে স্টাইভেনসন্ট স্কুলে প্রথম সারির ছাত্রী। লুনা ঢাকায় গ্রীন হেরাল্ডে তার ক্লাসের প্রথম দু'তিনজনের মধ্যে। মেঘনা ঢাকা থেকে অনেক দূরে শিমুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাসে প্রথম হয়। লুনার পড়ার টেবিলে তার নিজস্ব কম্পিউটার, যার উচ্চক্ষতি সংযোগ ইন্টারনেটের সঙ্গে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেসব বাড়ির কাজ দেন, রিপোর্ট লিখতে বলেন তার অধিকাংশ কম্পিউটারে করে লুনা। যে কোন প্রজেক্টের তথ্য সংগ্রহের কাজ অনেকটাই সে 'ওয়েব সার্ফ' করে সেরে ফেলে। বীজগণিতের বইটি 'অনলাইনে' মেলে। মা বলেন, আজকাল কম্পিউটারে ইন্টারনেট খুঁজে আধঘন্টায় যেসব তথ্য যোগাড় করা যায় তার ছাত্রীজীবনে সেটুকু করতে দিব্যি সপ্তাহখানেক লেগে যেত। বাবা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের যুগল মিলনকে ছাপাখানা আবিষ্কারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। পড়াশোনা ছাড়াও বন্ধুদের সাথে 'ই-মেইল' যোগাযোগ করে, 'অনলাইনে চ্যাট' করে, 'মিউজিক ডাউনলোড' করে, কোথায় কি ঘটছে, আবহাওয়া কেমন হবে সেসব খবর বের করে অনেকটা সময় কাটায় লুনা। 'ডিজিট্যালি কানেকটেড' পৃথিবীর হৃদস্পন্দনের সাথে নিত্য ডিজিটাল সংযোগ লুনার।

মুনাদের ফ্ল্যাটে একটি কম্পিউটার আছে। ওরা দু' ভাইবোন সেটি বাবার সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে। বাড়ির কাজের জন্য কম্পিউটার খুব একটা ব্যবহার করতে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রজেক্টের রিপোর্ট মাঝে মাঝে কম্পিউটারে করে 'প্রিন্টআউট' নিয়ে নেয় স্যার বা ম্যাডামকে 'ইমপ্রেস' করার জন্য। এবার কম্পিউটার কোর্স নেয়ায় নিজেদের কম্পিউটার খুব কাজে আসছে। ইচ্ছেমতো সময় নিয়ে, প্রয়োজনে বার বার চেষ্টা করে শেখা যায়। 'ই-মেইল' আর ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপারে বাবা-মা খুব কড়াকড়ি করেন। খরচ বেশি, ফোনলাইন আটকা পড়ে থাকে। তবে কালেভদ্রে ব্যবহার করার অনুমতি মেলে। গত বছর বড় কাকু দু'টি শিক্ষামূলক CD-ROM পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকার খ্যাতনামা দুই অধ্যাপক যে কোর্স দিয়েছেন CD দু'টিতে সে কোর্স দু'টি ধরে রাখা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর কোর্সটি সত্যিই অপূর্ব। মহাকাশের রহস্য সম্বন্ধে অনেক শিখেছে মুনা CD কোর্সটি নিয়ে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় কম্পিউটার কোর্স নেয়ার খুব শখ মেঘনার। সম্ভব হবে কিনা ভাবছে। নিউজপ্রিন্ট কাগজে সাদা-কালোয় ছাপা, তত্ত্বভারে ভারী বইটি ওকে তেমন টানে না। বিজ্ঞান স্যার অনেকদিন ধরে বলছেন, হেডস্যারের অফিস থেকে বাস্রবন্দী কম্পিউটারটা এনে ল্যাভে বসাবেন। এখনও সময় করে উঠতে পারেননি। মেঘনা ডিজিটাল সংযোগ বঞ্চিত। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক-পাওয়া নিউইয়র্কের লুনার এবং কিছ-পাওয়া ঢাকার মুনার সাথে শিমুলপুরের কিছই-না-পাওয়া মেঘনার যে বিপুল বৈষম্য তারই নাম 'ডিজিটাল ডিভাইড!' তথ্যপ্রযুক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষাপদ্ধতিকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে বলে এই ডিজিটাল ডিভাইড জীবনের অন্য অনেক বৈষম্যের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। আশার কথা অন্যান্য বৈষম্যের চেয়ে ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা সহজতর। প্রায় একই রকম আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে শুরু করে প্রতিবেশী দেশ ভারত আজ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বড় শক্তি। বাংলাদেশের ও সে সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাবনা বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত কম্পিউটার শিক্ষা এবং কম্পিউটার ব্যবহারের সম্প্রসারণ। কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী (Computer Literacy Program, সংক্ষেপে CLP) সেই লক্ষ্যে এক প্রমিত, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

২. কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচীর উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিউজার্সি অধিবাসী কয়েকজন বাংলাদেশীর। কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ ও অনুদান সংগ্রহ এবং দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সংগঠনের। Volunteers Association for Bangladesh (VAB, ভ্যাব,১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশে নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য বৃত্তিপ্রদান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। মূল উদ্দেশ্যের একমুখীনতা লক্ষ্য করে উদ্যোক্তারা তাই নিউজার্সিতে VAB-এ একটি শাখা VAB-NJ, ভ্যাব-নিউজার্সি গড়ে তুললেন। ভ্যাব-নিউজার্সির উদ্দেশ্য বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষা ও কম্পিউটার ব্যবহারের প্রসার ঘটান। অধিবাসীদের পক্ষে দেশে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংগঠন হিসেবে নেয়া হলো ডি-নেট কেবাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের জন্য এক পথিকৃৎ বেসরকারী সংস্থা এই ডি-নেট।

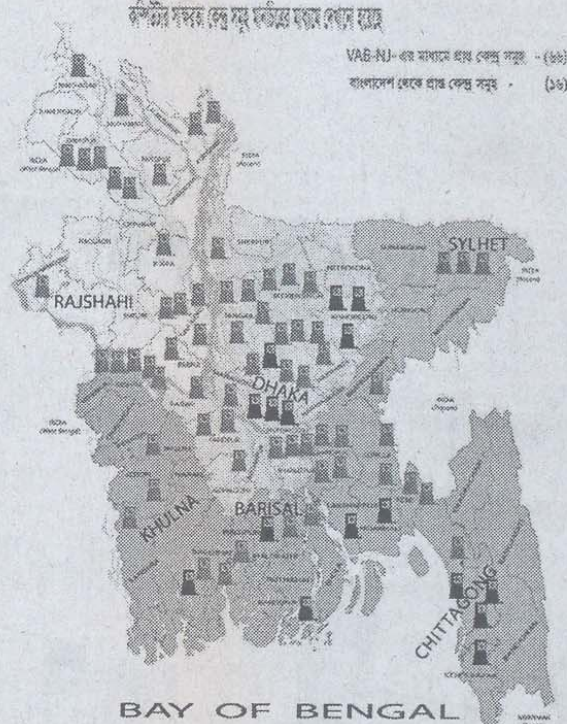
৩. কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ বাংলাদেশের মফস্বল অঞ্চলে নির্বাচিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্র (Computer Literacy চংডমৎধস, সংক্ষেপে CLP) স্থাপন করা। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ভিত্তি মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান, বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আগ্রহ, সাহায্য করার ইচ্ছা এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে একটি করে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রতি ল্যাবে অন্তত চারটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, অনুসঙ্গী অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্র থাকছে।

বাংলাদেশের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাথমিক একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে দু'জন শিক্ষককে ঢাকায় এনে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর ওপর দু'সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষা সহায়িকা (টিচার্স ম্যানুয়াল) তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন।

প্রতি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে 'হাতে-কম্পিউটারে' চর্চা করে শেখার সুযোগ পায়। প্রথম চিত্রে একটি কম্পিউটার ল্যাবে শিক্ষারত

ছাত্রছাত্রী এবং তাদের শিক্ষককে দেখা যাচ্ছে। আট থেকে দশ জনের একটি দলকে শিক্ষা দেয়া হয় দিনে দু'ঘন্টা করে, সপ্তাহে দু'দিন, আট সপ্তাহ ধরে। শিক্ষাবস্তুর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের সাধারণ পরিচিতি, কম্পিউটার ব্যবহারের খুঁটিনাটি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, স্প্রেডশীট, পাওয়ার পয়েন্ট, এবং পেইন্ট প্রোগ্রামের ব্যবহার। পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বিষয়গুলো শেখানোর জন্য বাংলায় 'এসো কম্পিউটার শিখি' নামে একটি আকর্ষণীয় শিক্ষা সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এই সহায়িকা সরবরাহ করা হয় নামমাত্র মূল্যে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় স্কুলের নির্ধারিত নিয়মিত সময়ের বাইরে, মূল পড়াশোনার কাজ ব্যাহত না করে। শিক্ষকরা নিজেদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে এই প্রশিক্ষণ দেন বলে মাসে ১০০০ টাকা করে বাড়তি সম্মানী পান। প্রতিটি ব্যাচ শেষে একজন ছাত্রকে নির্বাচন করা হয় পরবর্তী ব্যাচের

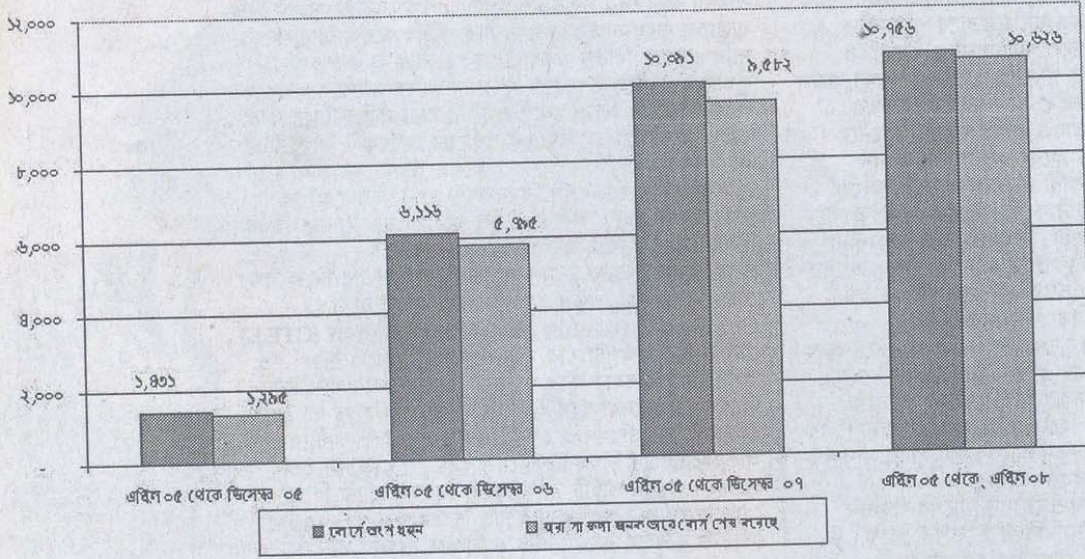


চিত্র-২ (মানচিত্র)

শিক্ষকের সহযোগী হিসাবে এবং তাকেও ২০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়।

কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে ত্রি-পক্ষীয় উদ্যোগে। ভ্যাব-নিউজার্সি দিয়েছে মূল ধারণা ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা, সরবরাহ করছে কম্পিউটার, শিক্ষকদের সম্মানী এবং প্রকল্প পরিচালনার তহবিল। ডি-নেটের অবদানের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে সহায়তা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য সহায়িকা প্রণয়নের মূল দায়িত্ব পালন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাকেন্দ্রে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, কম্পিউটার সচল রাখার জন্য কারিগরি সাহায্য প্রদান, কেন্দ্রগুলোর অর্থগতি পর্যবেক্ষণ এবং কর্মসূচীর সার্বিক তত্ত্বাবধান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণ কম্পিউটার লাভের জন্য ঘর, আসবাবপত্র ও বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এবং স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। সবাই অংশীদার বলে দাতা-গ্রহীতা মনোভাব ও তজ্জনিত জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ কমই থাকবে।

৪. কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী শুরু হয় ২০০৪ সালে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ৩৪টি জেলায় ৮২টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় চিত্রে বাংলাদেশের মানচিত্র ব্যবহার করে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অবস্থান দেখান হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫টির অবস্থান স্কুল বা কলেজে, ৫টি কমিউনিটি সেন্টারে এবং একটি লাইব্রেরীতে।



চিত্র - ৩ (গ্রাফ)

ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর জন্যে ১৮৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা (১৬%) বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কেন্দ্রগুলো থেকে এ সময়ের মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ শেষ করে সনদপত্র পেয়েছে। তৃতীয় চিত্রে ভর্তি হওয়া এবং সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সময়ের সাথে কিভাবে বেড়েছে তা দেখান হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যক্রম ও বই তৈরি করা হয়েছে। বাংলায় শিক্ষা সহায়িকা 'এসো কম্পিউটার শিখি'র ৯০০০ কপি ছাপা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৮০০০ কপি কম দামে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৫. দেশের সার্বিক প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত হলেও কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী বিন্দু বিন্দু সঞ্চয়ে সাফল্যের আশাপূর্ণ ভাণ্ডার গড়ছে। প্রথম অর্জন শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে কৌতূহল, শেখার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করা। অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষা করে থাকে কখন তাদের শেখার সময় আসবে। যেসব স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র কাজ করছে সেগুলোতে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। নৈবাচনিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিজ্ঞানের আবেদন বাড়ছে সেসব স্কুলের এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের কাছে। কম্পিউটার ল্যাব শুরু হওয়ার আগে কম্পিউটার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষায় যেখানে ৭০% নম্বর উঠত, এখন তা বেড়ে ১০০%-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে। অনেক উৎসাহী অভিভাবক নিজেরা এসেছেন কম্পিউটার দেখতে। স্কুলের অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছেন। এক ইংরেজী শিক্ষকের কথা, "সারাক্ষণ শুনছি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মাউজ, লগ-ইন, লগ-আউট- যার কোন মানে বুঝি না। আমিও কম্পিউটার সাক্ষর হতে চাই।" কোথাও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্ভাবনার দুয়ারকে খানিকটা হলেও খুলে দিয়েছে। দৌলতপুরের রুবেল ইসলাম এবং আলমগীর হোসেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজ পেয়েছে এ শিক্ষার বদৌলতে। বাগেরহাটে শিক্ষিকা ফারহানা আখতার তাঁর ছাত্র জিয়াউর রহমান ও জাহিদুর রহমানকে উৎসাহিত করেছেন নিজেদের কম্পিউটার দোকান শুরু করতে। এভাবে জীবিকার নতুন পথনির্দেশ দিচ্ছে কম্পিউটার সাক্ষরতা।

কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র অনুপ্রাণিত করছে গণ্ডীর বাইরে কিছু করার, সৃষ্টি করছে নতুন উপযোগিতার। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা কেন্দ্রের কম্পিউটার ব্যবহার করছেন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণে, স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী তৈরি করতে। সম্প্রতি ময়মনসিংহে বি.এড পরীক্ষার্থীদের কম্পিউটার শেখার প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাথে যোগাযোগ করেন। মুক্তাগাছা ও ময়মনসিংহে দু'টি কেন্দ্রের কম্পিউটার ব্যবহার করে ৬৫ জন বি.এড পরীক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষরতা কর্মসূচী নিজ গণ্ডীর বাইরেও যে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে তার এক হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত এ ঘটনা।

দেশ ও দেশের বাইরে এ কর্মসূচী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এক সমন্বিত সার্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, 'হাতে- কম্পিউটারে' শিক্ষাদান, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ভাতা প্রদান, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান। ২০০৫ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা সম্মেলন কর্মসূচী বাস্তবায়নের এই সমন্বিত পদ্ধতির ভূমিকা প্রশংসা করা হয়। কানাডার এক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, তাঁর জানা মতে পৃথিবীতে এটিই একমাত্র কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী যা বিদেশী কোন অনুদান ছাড়াই দেশের লোকজন (গৃহবাসী ও অভিবাসী মিলে) এতখানি এগিয়ে নিতে পেরেছেন।

৬. কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করেছে ভাব-নিউজার্সি, অভিবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে অর্থ ও অনুদান সংগ্রহ করে। সাহায্য করার নানাবিধ উপায়ের মধ্যে রয়েছে কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সরাসরি অর্থ সাহায্য, 'একটি নতুন কম্পিউটার দান করুন' (Donate a New Computer) প্রকল্প, এবং 'একটি কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র লালন করুন' (Adopt a Computer Learning Center) প্রকল্প। 'শিক্ষাকেন্দ্র লালন' প্রকল্পের আওতায় নিজের পছন্দমতো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য একটি নির্ধারিত অঙ্কের অনুদান দেন কোন পৃষ্ঠপোষক। প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও উপকরণ থাকলে সে প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পৃষ্ঠপোষকের অনুদান মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করে, বাকি এক-তৃতীয়াংশ আসে কর্মসূচীর তহবিল থেকে। বিদ্যমান শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর শতকরা ৭৫ ভাগ এই শিক্ষাকেন্দ্র লালনকরণ প্রকল্পের

আওতায় গড়ে উঠেছে। এ প্রকল্পের কতগুলো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষক অনুদান দেন নিজ গ্রামে বা নিজ স্কুলে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। তার ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকে যাতে কেন্দ্রটি সৃষ্টভাবে পরিচালিত হয়। তার আত্মীয় বন্ধুরা কেন্দ্রের পরিচালনা ও অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখেন। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্য অর্জন ও প্রবৃদ্ধির সহায়ক হয়। ব্যক্তির চেষ্টা সমষ্টিকে কিভাবে এগিয়ে নিতে পারে এ প্রকল্প তারও একটি দৃষ্টান্ত। অনেকে যদি নিজ নিজ এলাকায় একটি করে কেন্দ্র লালন করেন তাহলে বড় মাপের কোন সরকারী উদ্যোগ ছাড়াই অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে, ডিজিটাল ডিভাইডকে সঙ্কচিত করে ফেলতে পারে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বসূরি কৃতী সন্তানদের সম্বন্ধে জানতে পারে, তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়। আর এভাবে যোগসূত্র স্থাপিত হয় বর্তমানের সাফল্যের সাথে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির। ভাব-নিউজার্সির স্বেচ্ছাসেবীরা যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় স্টেটে এবং ইংল্যান্ডে কর্মসূচীর ব্যাপ্ত পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। আশাব্যঞ্জক সাড়া মিলেছে সেসব জায়গা থেকে। অনেকে আগ্রহ দেখিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার জন্য। এক অভিবাসী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নতুন আরেক কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যয়ভারের অর্ধেকটা বহন করার। কর্মসূচীর বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে বড় মাপের অনুদান এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার খান ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন থেকে। ড. ইমদাদ খান ও মিসেস সিতারা খানের এ মানবহিতৈষী ফাউন্ডেশনের অনুদান থেকে দশটি কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ভাতা এবং কর্মসূচী পরিচালনার ব্যয়ভারের এক বড় অংশ বহন করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে ডি.নেট তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠান করেছে, ব্যয়ের একটি অংশ নিজেরা বহন করেছে। কর্মসূচীর সাফল্য, কর্মীদের নিষ্ঠা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্দীপনা আকৃষ্ট করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। ব্যাংক এশিয়া ১৩টি কেন্দ্র এবং হোসেন ট্রাস্ট একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুদান দিয়েছে। এক বিদেশী দূতবাসের কর্মকর্তারা একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে চারটি নতুন কম্পিউটার দিয়েছেন। আরেকটি কেন্দ্রে পূর্বে ব্যবহৃত কিছু উচ্চমানের চারটি কম্পিউটার দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড। সিমেল বাংলাদেশ দিয়েছে ২টি কম্পিউটার।

সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি এসেছে কম্পিউটার বিশ্বের কর্ণধার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের কাছ থেকে। মাইক্রোসফট ১৩টি Community for Learning Information Communication and Knowledge (CLICK) কেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে। CLICK প্রকল্প কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচীর আদলে গড়ে উঠবে, তবে কেন্দ্রগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বদলে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপিত হবে। CLICK কেন্দ্রে গ্রামবাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ-তরুণীদের আরও প্রাঙ্গণের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেয়া হবে যাতে তারা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মজীবী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ডেস্কটপ প্রকাশনা, ওয়েবসাইট গড়া, ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং ও পত্রীতথ্য সরবরাহ। CLICK প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জীবিকা অর্জনের নতুন সুযোগ করে দেবে।

৭.

কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রতি পর্যায়ে আত্মসমীক্ষা এক বড় ভূমিকায় থেকেছে। কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন, অন্যের মতামত যাচাই করেছেন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্প্রতি টাফটস ইউনিভার্সিটির ফ্রেচার স্কুল অব গবর্নমেন্টের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এক ছাত্র কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য এক বিশদ গবেষণা করেছেন। গবেষণার কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ মনোগ্রাহী। দেখা গেছে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার কৌশল আয়ত্ত করে এবং মিলেমিশে কাজ করা পছন্দ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা মনে করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার বিজ্ঞান ছাড়াও গণিত, বাংলা ও ইংরেজীতে তুলনামূলকভাবে ভাল করে।

৮.

সাফল্য জন্ম দেয় নতুন প্রত্যাশার। শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো এবং সাক্ষরতা কর্মসূচীর পরিধি আরও ব্যাপ্ত করার দাবি এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এসেছে উপরোক্ত মূল্যায়ন গবেষণা থেকে। এর মধ্যে আছে ছাত্রদের আরো বেশি সময়ের জন্য কম্পিউটারে কাজ করার সুযোগ দেয়া, উচ্চতর পর্যায়ের আরেকটি কম্পিউটার কোর্স চালু করা, শিক্ষকদের সম্মানীর পরিমাণ বাড়ান, শিক্ষকদের আরও বিশদ বিষয়বস্তুর ওপর আবার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং বিজ্ঞান, গণিত ও মূল পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয় শিক্ষার মান উন্নয়নে কম্পিউটারের ব্যবহার। এসব প্রত্যাশা এবং তৃণমূল পর্যায়ে উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে আরও কিছু নতুন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। Computer Teacher Everyday English (CTEE) তেমনি এক কর্মসূচী যার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাকেন্দ্রের কম্পিউটার ব্যবহার করে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মান উন্নয়ন। বিশেষ জোর দেয়া হবে ইংরেজীতে যা বলা হচ্ছে তা বোঝা, ইংরেজী বলা ও লেখার ওপরে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগোচর বিষয়বস্তু নিয়ে একটি CD-ROM তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্রে পাইলট প্রকল্প হিসেবে CTEE কর্মসূচী শুরু করা হবে। শিক্ষামূলক CD-ROM তৈরি ও ব্যবহার করে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ডি. নেট ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন রিসার্চ এ্যান্ড ইনোভেশন, বাংলাদেশ ম্যাথমেটিকস অলিম্পিয়াড এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সহযোগিতা করছে।

কর্মসূচীর অব্যবহিত ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান কেন্দ্রগুলো সচল রাখা, পরবর্তী ধাপের জন্য উচ্চতর পাঠ্যক্রম প্রনয়ন ও কার্যকর করা, সুযোগ এলে কেন্দ্রগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং কম্পিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হাতিয়ার ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে সহায়তা করা। কেন্দ্রগুলো কার্যক্রম রাখার জন্য বিদ্যমান কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ, ধাপে ধাপে পুরনো কম্পিউটার বদলে নতুন কম্পিউটার সরবরাহ, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ভাতা অব্যাহত রাখা এবং ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৪২টি কেন্দ্রে ৪২টি নতুন কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনা ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ভাতা এবং বছরে একটি পুরনো কম্পিউটার বদলে নতুন কম্পিউটার দেয়ার জন্য কেন্দ্রপ্রতি বার্ষিক খরচ প্রায় ১৩৫০ ডলার, যার মধ্য থেকে ১টি কম্পিউটার বাবদ ৪০০ ডলার খরচ করা হয়। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান উদ্যোক্তাদের জন্য এক সর্বক্ষণিক চ্যালেঞ্জ।

৯.

আগেই বলা হয়েছে কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাধা সীমিত। বাংলাদেশে ছাপ্পান হাজার গ্রাম, চার বছরে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ৮২টি। বলাই বাহুল্য দেশের সার্বিক প্রয়োজনের তুলনায় এ নিতান্তই অপ্রতুল। তবে কর্মসূচীর বিগত তিন বছরে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা বড় আশা করার সাহস যোগায়। দেখা গেছে সুনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সাড়া জাগায়, মানুষ আগ্রহ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায়, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা সামান্য সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে। প্রমাণিত হয়েছে অভিবাসী বাংলাদেশীরা নিজেদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও অর্থবল দিয়ে দেশের উন্নয়নে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাংলাদেশের পেশাজীবী মানুষ আজ পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন। যে দেশের মাটি জলে একদিন দেহমন পুষ্ট হয়েছে তার জন্য কিছু করতে পারার আগ্রহ অধিকাংশ অভিবাসী এবং প্রবাসী সম্বন্ধে লালন করেন। এ এক বড় মাপের সম্পদ যার সুচারু ব্যবহার দেশের জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচী কতিপয় অভিবাসীর এক প্রমিত প্রচেষ্টা, এক ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা। এমনি আরও সহস্র আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠতে পারে, দূর করে দিতে পারে ডিজিটাল নিরক্ষরতার অন্ধকার।